যুগান্তর

তারিখ ... 1 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

৩৩ ক্রেডিট প্রথা বাতিল দাবি

রুয়েটে আন্দোলনের মুখে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) পরবর্তী বর্ষে উত্তীর্ণের জন্য ন্যূনতম ৩৩ ক্রেডিট প্রথা বাতিল দাবির আন্দোলনের মুখে দুটি সিরিজের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার বিকালে রুয়েটের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. মোশাররাফ হোসেন যুগান্তরকে এ তথ্য জানান। একাডেমিক কমিটির ৮৬তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে জানান তিনি।

বিকাল ৫টার দিকে জনসংযোগ দফতর থেকে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়— উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রুয়েটের ১৪ ও ১৫ সিরিজের সব একাডেমিক কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। একাডেমিক কমিটির ৮৬তম জরুরি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে এ আদেশ জারি করা হয়। তবে অন্য সিরিজের শিক্ষার্থীদের যাবতীয় একাডেমিক কার্যক্রম যথারীতি চলবে বলে দাবি করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে রুয়েট ভিসি ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সুরাহা হয়নি তিন ঘণ্টার মীমাংসা বৈঠকেও : সোমবার শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বাধা দেয়ায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার পর বিকালে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মীমাংসা বৈঠকে বসে রুয়েট ভিসিসহ ঊর্ধ্বতন কর্তারা। বিকেল সাড়ে ৩টায় বৈঠক শুরু হয়ে চলে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত। বৈঠকে রুয়েট ছাত্রলীগ সভাপতি নাইমুর রহমান নিবিড় ও সাধারণ সম্পাদক তপু চৌধুরীসহ আন্দোলনকারী ৮-১০ ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

রুয়েটে আন্দোলনের মুখে ক্লাস-পরীক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থী অংশ নেন। সেখানে শিক্ষার্থীরা একপর্যায়ে ন্যূনতম ক্রেডিট ২৪ করার দাবি জানান। তবে রুয়েট প্রশাসন তা মানতে নারাজ। প্রশাসন শিক্ষার্থীদের প্রতি বর্ষের দুই সেমিস্টার মিলিয়ে ১০টি বিষয়ের মধ্যে কমপক্ষে ৮টিতে পাস করার (যাতে ৩২ ক্রেডিট পূরণ হয়) বাধ্যবাধকতা দিতে চায়। তবে তা না মেনে নেয়ার সুরাহা না হয়ে বৈঠক শেষ হয়।

চতুর্থ দিনেও আন্দোলন অব্যাহত : এদিকে টানা চতুর্থ দিনের মতো ক্লাস বর্জন করে সকাল ৯টা থেকে শহীদ মিনার চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। এদিন বেলা ১১টায় মানববন্ধন এবং সাড়ে ১২টায় গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করেন তারা। কর্মসূচি থেকে শিক্ষার্থীরা ৩৩ ক্রেডিট প্রথা বাতিল করে আগের পদ্ধতি বহাল রাখার দাবি জানান। একই সঙ্গে তারা আজও দিনভর ক্লাস বর্জন, অবস্থান ধর্মঘট ও মানববন্ধন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন। ভিসি অধ্যাপক মোহা. রফিকুল আলম বেগ যুগান্তরকে বলেন, আমরা চেষ্টা করছি বিষয়টি সুরাহা করার। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক দফা বসাও হয়েছিল। আশা করছি দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হবে।